সাতদিন

২২ আগস্ট : বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসুদকে লন্ডনগামী ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের ফ্লাইট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কেরানীগঞ্জের রতন হত্যা মামলায় ৭ জনের মৃত্যুদন্ড ও ১০ জনের যাবজ্জীবন।

২৩ আগস্ট : কর্মকর্তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সচিবালয়ে বিক্ষোভ করেছে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

উটের জকির দুঃসহ জীবন শেষে দেশে ফিরে এসেছে আরো ২৫ জন শিশু।

২৪ আগস্ট : শায়খ আব্দুর রহমানকে বোমা হামলার প্রধান আসামি করে ৫টি মামলা দায়ের হয়েছে।

অপহরণের ২ বছর পর ফটিকছড়ির গহিন অরণ্য থেকে ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিনের কঙ্কাল উদ্ধার।

২৫ আগস্ট : সিলেটের আহলে হাদিস নেতা ঢাকায় গ্রেপ্তার।

সাবেক শিক্ষিকা কাজী সুহিন নাহার ধানমন্ডির বাসায় খুন, কাজের ছেলেকে সন্দেহ।

২৬ আগস্ট : জিয়া হত্যার সাজাপ্রাপ্ত ও পলাতক আসামি মেজর মইনুল ইসলাম (অবঃ)কে মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেপ্তার।

সাভার ইপিজেডে গভীর রাতে কুং কেং স্পিনিং এন্ড ডাইং কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড। আহত ৫০, ক্ষতি ২০০ কোটি টাকা।

২৭ আগস্ট : জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত ৪৫টি মহিলা আসনের বিপরীতে ৩৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

বান্দরবানে ৩২টি পিস্তলসহ বিপুল গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে বিডিআর।

২৮ আগস্ট : টাঙ্গাইলের মাদ্রাসা থেকে সক্রিয় ৭ জেএমবি সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

টেংরাটিলায় দু-দফা অগ্নিকান্ডে ৩৯ কোটি টাকার গ্যাস পুড়ে গেছে বলে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছে।

একই অঙ্গে কত মুখ!

বদরুল আলম নাবিল

'বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি।' 'বাংলা ভাই নামে কোথাও কেউ নাই।'

জুন ২০০৪

'ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' বিভিন্ন দেশে বেশ কিছু তথাকথিত ইসলামী সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় এদের তৎপরতার সঙ্গে অন্য একটি দেশের হাত রয়েছে। একটি ভুঁইফোড় সংগঠনের (বাংলা ভাই গংদের সংগঠন জমাআতুল মুজাহিদিনকে ইঙ্গিত করে) নামে এরাই সন্ত্রাসে মদদ দিচ্ছে।'

২০ আগস্ট ২০০৫

'প্রমাণ ছাড়া কথা বলা মিথ্যার শামিল। একজন আলেম হিসেবে নিয়শ্চই তিনি তা জানেন।' জঙ্গি নেতা মাওলানা মাসুদের অভিযোগের জবাবে।

২৫ আগস্ট ২০০৫

বাণীগুলো জামায়াতের আমির, শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর। তিনি আরেক মাওলানাকে সবক দিচ্ছেন- প্রমাণ ছাড়া কথা বলা মিথ্যার শামিল। জনাব নিজামী, আপনার নসিহতটি ভালো কিন্তু, আপনি কেন প্রমাণ ছাড়া কথা বলে চলছেন? গত বছর রাজশাহী অঞ্চলে সর্বহারা দমনের নামে সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই বাহিনী পৈচাশিক কায়দায় যখন একের পর এক মানুষ খুন করছিল। পুরো দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। আপনি বললেন, বাংলা ভাই নামে কোথাও কেউ নেই। এসব মিডিয়ার সৃষ্টি। অথচ আপনি যে সরকারের মন্ত্রী সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তখন বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। গত ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলার পর আপনি রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের কথা দিয়ে আকার-ইঙ্গিতে বললেন, বাংলা ভাই গংদের সংগঠন জামাআতুল মোজাহিদিন মোসাদ ও 'র'-এর মদদে এ হামলা চালিয়েছে। এ বক্তব্যের মাধ্যমে আপনি পরোক্ষভাবে বাংলা ভাইদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেন। আপনি আবার আওয়ামী লীগকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'জোটের ঐক্য ভাঙতে একটি মহল বোমাবাজি করে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে।'

মাননীয় মন্ত্রী, আপনার কাছে কী প্রমাণ আছে, এ হামলার সঙ্গে আওয়ামী লীগ বা মোসাদ জড়িত? যদি প্রমাণ থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন আপনার সরকার? ব্যবস্থা যদি নেয়ার সাহস অথবা সামর্থ্য আপনাদের না থাকে তবে জনগণের সামনে প্রমাণ পেশ করুন, তারাই ব্যবস্থা নেবে। নাকি আপনি প্রমাণ ছাড়াই যখন যা

সুবিধা বলে যাচ্ছেন। তাহলে তো আপনি আপনার নসিহত অনুযায়ী মিথ্যা বলছেন। একজন দায়িত্বশীল গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী কী করে প্রমাণ ছাড়া কথা বলেন? আপনি হয়তো বলবেন, 'আমার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দু'নেত্রী মাঝেমধ্যেই প্রমাণ ছাড়াই প্রতিপক্ষের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজের ব্যর্থতা আড়াল করে চলছেন। সেখানে আমি তো বলতেই পরি।'

আপনার দল জামায়াত 'আদর্শের' কথা বলে রাজনীতি করে। অন্য রাজনীতিকদের মতো আপনারাও যদি সত্য মিথ্যায় মিলিয়ে কথা বলেন, তবে আর ধর্মের লেবাস পরে, ধর্মের কথা বলে কেন মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন? আসলে বাংলাদেশের মতো একটি ধর্মপরায়ণ মানুষের দেশে রাজনীতি করার সুবিধার্থেই আপনারা ধর্মের লেবাস ধারণ করেছেন।

অন্য রাজনৈতিক নেতাদের মতো আপনিও মাঝেমধ্যেই বলেন, 'রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নেই!' আপনি কি মনে-প্রাণে এই নীতির চর্চা করছেন? একাত্তরে দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বড় দেশপ্রেমিক হিসেবে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করছেন। যখন-তখন আপনারা রূপ পাল্টাতে পারেন। কথাও পাল্টাতে পারেন। আপনাদের একই অঙ্গে কত রূপ আর কত মুখ!

সবশেষে আপনারই একটি নসিহত মনে করিয়ে দিতে চাই, গত ২২ আগস্ট বোমা হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত দলীয় জনসভায় আপনি সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কাউকে সরাসরি দোষারোপ করলে তাতে আসল অপরাধীরা পার পেয়ে যায়।' জনগণ যদি প্রশ্ন করে, কোন অপরাধীকে পার পাইয়ে দেয়ার জন্য আপনি বিভিন্নজনকে তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই দোষারোপ করছেন? আমরা জানি আপনাদের মতো রাজনীতিকরা জনগণের এসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। তাতে আপনাদের থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়বে।

সংশোধনী

২৬ আগস্ট প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ ৮ সংখ্যা ১৬তে প্রচ্ছদ কাহিনীতে অসাবধানতবশত একটি ভুল তথ্য ছাপা হয়েছে। কাহিনীর প্রথম কলামে নিচের দিকে ছাপা হয়েছে- 'এ বছর ১৪, ১৫ ও ১৬ আগস্ট সারাদেশের ৬৩টি জেলায় এক সঙ্গে যতগুলো বোমা ফেটেছে, সারা পৃথিবীর কোনো দেশে কখনোই সেটা ঘটেনি'। প্রকৃতার্থে ১৪, ১৫ ও ১৬-এর স্থলে ১৭ আগস্ট হবে।

সাতক্ষীরা জঙ্গিদের শক্ত ঘাঁটি

মামুন রহমান

গত ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলা ঘটলেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে সাতক্ষীরা। এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। কারণ বোমা হামলার পর পুলিশ সারা দেশ থেকে যাদের আটক করেছিল তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাতক্ষীরায় আটক ২ জন বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। মূলত এরপর থেকেই প্রশাসনসহ সাধারণ মানুষের দৃষ্টি চলে যায় সাতক্ষীরার দিকে। বেরিয়ে পড়ে সাতক্ষীরাই উগ্র মৌলবাদী জঙ্গিদের অন্যতম ঘাঁটি। ২০০০-এর অনুসন্ধানেও জানা যায় সাতক্ষীরায় দীর্ঘদিন থেকেই ইসলামপন্থি জঙ্গিদের তৎপরতা রয়েছে।

†MßviKZ bvwmiDÏxb (ev‡q) I gwbi“¾vgvb gb

১৭ আগস্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার পর সাতক্ষীরার পুলিশ প্রথম দিনেই যাদের আটক করে তাদের মধ্যে শহরতলীর ইটাগাছার কেরামত আলীর ছেলে মনিরুজ্জামান মুন্নু ও একই এলাকার ওমর আলীর ছেলে আনিসুর রহমান খোকন এবং ইসলামপুরের দলিল উদ্দিন দফাদারের ছেলে নাসির উদ্দিনকে। জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের সক্রিয় সদস্য বলে পুলিশের কাছে আগেই খবর ছিল। আর সে কারণেই প্রথম দফায় পুলিশ ২৩ জনকে আটক করলেও ২০ জনকেই ছেড়ে দেয়। রেখে দেয় মুন্নু ও নাসিরসহ ৩ জনকে। এদের মধ্যে মুন্নু ও নাসির জেআইসিতে বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। এরপর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় জেএমবি ক্যাডার মাহবুবুর রহমান লিটন, মামুনুর রশিদ ও আলমগীর হোসেন। এদের মধ্যে লিটনের বাড়ি দাকোপ উপজেলার দুর্গম

সাপ্তাহিক ২০০০কে অভিনন্দন

২৯ জুলাই ২০০৫ বর্ষ ৮, সংখ্যা-১২তে 'পেট্রোবাংলার কোম্পানি যমুনা অয়েলে চলছে হরিলুট, টি'বয় ও দারোয়ান চালায় কোম্পানি, শীর্ষক প্রতিবেদনটির জন্য সাপ্তাহিক ২০০০কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেশের সম্পদ নিয়ে হরিলুট করা এবং সার্টিফিকেট জালিয়াতি ও অবৈধ টাকার পাহাড় গড়ে তুলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে আপনাদের প্রতিবেদন খুবই যুতসই। পাশাপাশি উক্ত প্রতিবেদনের কিছু ভুল আমার চোখে পড়াতে পরবর্তী সংখ্যায় সংশোধন করার জন্য এবং আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজনের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

১. উক্ত সংখ্যায় ৩৫ পৃষ্ঠায় ছবি দুটির মধ্যে **আহমেদ নুরের** নিচে **দারোয়ান থেকে ম্যানেজার** লেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে তা হবে টাইপিস্ট থেকে ম্যানেজার।

২. ৩৫ পৃষ্ঠায় ২য় ছবির নিচে লেখা হয়েছে **সিবিএ নেতা সাইফুদ্দিন,** প্রকৃতপক্ষে এ নামে **সিবিএ'র কোনো নেতা নেই।**

৩. একই পৃষ্ঠায় ১ম কলামের নিচের শেষের দিকে **এমডি'র নিজস্ব দুই ক্যাডার আবু সালাম (অপারেটর) ও ফজলুর রহমান** দু'জনই চট্টগ্রাম টার্মিনাল অফিসে কর্মরত উল্লেখ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে **আবু সালাম চট্টগ্রাম টার্মিনাল অফিস** এবং **ফজলুর রহমান চট্টগ্রাম অফিসে** কর্মরত আছেন।

মোঃ জাফরুল আলম

এলাকা ছুতোরখালী গ্রামে। অপর দু'জনের মধ্যে আলমগীর ও মামুনের বাড়ি সদর উপজেলার আলীপুর গ্রামে। এদের সবার অতীত ঘেঁটেও পুলিশ জঙ্গি কানেকশন পায়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সাতক্ষীরায় জঙ্গি তৎপরতা শুরু হয় খতমে নবুওতের ছত্রছায়ায়। তবে তারা লাইম লাইটে আসে জামাআতুল মুজাহিদিন বা জেএমবির ব্যানারে। ২০০২ সালে কলারোয়া উপজেলার গোয়ালচাতর এলাকা থেকে পুলিশ ৩ যুবকসহ বেশ কিছু বইপুস্তক ও কাগজপত্র আটক করে। পুলিশ তাদের কাছে পাওয়া কাগজপত্র ও বই দেখে সন্দিহান হয়ে পড়লে জিজ্ঞাসাবাদে ঐ ৩ যুবক স্বীকার করে তারা জেএমবির সক্রিয় সদস্য। তাদের কাছে থাকা বই ও কাগজপত্র সংগঠনেরই প্রকাশনা। ঐ ৩ যুবক হলো সাতক্ষীরা শহরের সাতানী এলাকার আবুল খায়ের, পাথরঘাটার ফখরুদ্দিন গাজী ও যশোরের কেশবপুর উপজেলার হাজারী। তবে ঐ সময় জেএমবি নিয়ে কোনো হৈচৈ না হওয়ায় এ বিষয়টিও খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। ২০০৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি শহরের ইটাগাছায় দু'পুলিশ সদস্য খুন হলে গোটা জেলায় হৈচৈ পড়ে যায়। এ ঘটনায় পুলিশ শহরের বাকাল এলাকা থেকে আবু রায়হান নামে এক যুবককে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সেও জানায়, সে জেএমবির সদস্য। ড. গালিবকে সে তাদের সংগঠনের নেতা বলে উল্লেখ করে। এরপর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে কোটালীপাড়ায় ব্র্যাক অফিসে ডাকাতির সময় আটক সাতক্ষীরা শহরের ইটাগাছার সেলিমসহ অপর এক যুবক পুলিশকে জানায়, তারাও জেএমবির সদস্য। এছাড়া এ বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি জেএমবির পক্ষ থেকে তালা উপজেলা আওয়ামীলীগের ৭ নেতাকে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি দেয়া হয়। নেতা পরিচয়দানকারী জনৈক শহিদুল চিঠিতে উল্লেখ করে, যতদিন না বাংলাদেশের মাটিতে পবিত্র ইসলামী পতাকা না উড়বে ততদিন আমাদের জিহাদ চলবে। এছাড়াও সম্প্রতি জানা গেছে, সাতক্ষীরায় জেএমবির প্রায় ২০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি রয়েছে। প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে সদর উপজেলার পাথরঘাটা গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে ফখরুদ্দিন রাজু। আর সমন্বয়কারী হিসেবে রয়েছে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী নাসির উদ্দিন, কুদ্দুস, আশিকুর রহমান, নিয়াজ উদ্দিন, আশাশুনির নুরুল ইসলাম প্রমুখ। সদর উপজেলার পাথরঘাটা, কুশখালী, তলুইগাছা, বাঁশদাহ খড়িয়াবিল, কলারোয়া উপজেলার কাকডাঙ্গা, বেলেডাঙ্গা, বোয়ালিয়া, ভাদিয়ালী প্রভৃতি এলাকায় রয়েছে জেএমবি জঙ্গিদের শক্ত ঘাঁটি। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে সাতক্ষীরার পুলিশ ১০ মাদ্রাসা ছাত্রকে আটক করে। যাদের কাছে পাওয়া যায় ড. গালিবসহ তাদের ৪ নেতার মুক্তির দাবি-সংবলিত পোস্টার। সূত্রটি জানায়, ঘাঁটি এলাকায় থাকা মসজিদ-মাদ্রাসাতেই জঙ্গিরা গোপন মিটিংসহ তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালায়। ঐ সব বৈঠকে জেএমবি প্রধান শায়খ আব্দুর রহমানও অংশ নিতেন। মাত্র দু'মাস আগেও শায়খ আব্দুর রহমান সাতক্ষীরার কয়েকটি গোপন বৈঠকে যোগ দেন। পুলিশের একটি সূত্র জানায়, তাদের হাতে আটক মুন্না ও নাসির স্বীকার করেছে সাতক্ষীরাই জঙ্গিদের প্রধান ঘাঁটি। সদর উপজেলার আবাদেরহাট এলাকার অহেদ আলী এবং আশা শুনি উপজেলার কুল্লা গ্রামের নুর আলীর ব্যবস্থাপনায় ঐ এলাকায় একাধিক গোপন বৈঠক ও প্রশিক্ষণ হয়েছে। সেখানে একে-৪৭, একে-৫৬ রাইফেল চালানো ছাড়াও মর্টার নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। জঙ্গিদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য দেখানো হতো বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া ইসলামী দেশগুলোর ভিডিও চিত্র। এভাবেই সাতক্ষীরায় গড়ে তোলা হয়েছে জঙ্গিদের শক্ত ঘাঁটি।

প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১২ আগস্ট ২০০৫ সংখ্যা ১৪ আগস্টে প্রকাশিত 'বসুমতি প্রকল্প শত কোটি টাকা আত্মসাৎ, প্রতারিত ৮০০ ক্রেতা' শীর্ষক প্রতিবেদনে প্রতিবাদ করেছেন হীরাঝিল প্রোপার্টি ডেভেলপার (প্রাঃ) কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক (প্রশাসন) এমএ আউয়াল। তিনি বলেছেন, বসুমতি আবাসিক প্রকল্প ১৯৯৬ সাল থেকে ২, ৫, ৩, ৫ কাঠার প্লট গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় করে রাজউক (প্রক্রিয়াধীন), রিহ্যাব (প্রক্রিয়াধীন) ও পরিবেশের (প্রক্রিয়াধীন) নীতিমালা অনুসরণ করে সুনামের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। তিনি আরো দাবি করেছেন সংবাদের প্রকাশিত বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভুয়া ও ভিত্তিহীন, কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : এমএ আউয়াল যে সব বিষয় উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে রাজউক থেকে শুরু করে রিহ্যাবের সদস্যপদ পর্যন্ত প্রক্রিয়াধীন। যে ডেভেলপার কোম্পানি দীর্ঘ ১১ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করে আসছে তাদের সব কিছুই প্রক্রিয়াধীন হওয়ার বিষয়টি কী প্রশ্নবোধক নয়? রাজউকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে চিঠির প্রসঙ্গ। বসুমতি প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন, বর্তমানে আপনাদের জমির পরিমাণ কত যে গ্রহীতা চাইলে বুঝিয়ে দেবেন? বিগত ১১ বছরে ক্রেতারা প্লট বুঝে না পেয়ে চাপ সৃষ্টি করলে কিছু ক্রেতার টাকা ফেরত দিলেও প্লট বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। তবে লে আউটের আওতাধীন অনেক জমিই পাশ্ববর্তী ডেভলপমেন্ট কোম্পানীর কাছে বিক্রি করা হয়েছে। এমনকি আপনাদের লেআউট মৌজা মোতাবেক নয়, এ ছাড়াও লেআউটের মধ্যে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরই বা কোথায়?